যুগান্তর

তারিখ 21 APR 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

# পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন আর্থিক নীতিমালা এ মাসেই

মুসতাক আহমদ

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আর্থিক শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে 'অভিন্ন আর্থিক নীতিমালা' চালু হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, চলতি মাসের মধ্যেই এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন (এসআরও) জারি হবে। ইতিমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নীতিমালার খসড়া চূড়ান্ত করে ফেলেছে। দু'একদিনের মধ্যে তা আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে মতামতের জন্য। পাঠানো হবে অর্থ বিভাগেও। প্রস্তাবিত নীতিমালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় হিসাব বিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, নীতিমালাটি ব্যবস্থাধায়িত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নীতিমালা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

## নীতিমালা : বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উপাচার্যসহ সার্বিকভাবে শিক্ষকদের সরকারি অর্থ লুটপাট বন্ধ হবে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব আয় বাড়ানোর বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, নীতিমালাটি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ৫ থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্তই ৮ দিনের মধ্যে ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তাকে এ ব্যাপারে পৃথক দায়িত্ব দিয়ে রাখা হয়েছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক প্রশাসনে সীমাহীন নৈরাজ্যের খবর কমবেশি সবার জানা। এ সংক্রান্ত অভিযোগের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় গোপন, নিয়োগ বাণিজ্য, গণহারে এডহক নিয়োগ, পূর্বানুমতি ছাড়া নতুন নতুন বিভাগ খোলা, বিজ্ঞপ্তির অতিরিক্ত নিয়োগদান, এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয়, টেন্ডার ছাড়া অর্থ ব্যয়, রাজনৈতিক কারণে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি ও ব্যবহার, খাতে-বেখাতে টাকা ব্যয় দেখানো অন্যতম। এসব অনিয়ম ও বিশৃংখলা চলে এসেছে বছরের পর বছর ধরে। সরকারের পক্ষ থেকে প্রতি বছর বাজেট প্রণয়নের আগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যয়ের ক্ষেত্রে সতর্কপত্র ও নির্দেশনা দিয়ে এলেও 'ইউজিসির দেয়া আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গ্রহণের' একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। নিজস্ব স্ট্যাটিউটস ও আইনের দোহাই দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নামকাওয়াস্তে, এমনকি নিজস্ব সৃষ্ট বেআইনি খাতে পর্যন্ত টাকা ব্যয় করে থাকে। এমনি একটি খাতের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের 'টেলিফোন ভাতা'র খাত রয়েছে। এ খাতে প্রত্যেক শিক্ষক কোন ভাউচার ছাড়াই প্রতিমাসে ৮০০ টাকা করে বিগত তিন বছর ধরে টাকা গ্রহণ করছেন। এ নিয়ে সরকারি অডিট আপত্তি বর্তমানে ঝুলন্ত রয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বর্তমানে নিজস্ব আর্থিক আইন দিয়ে চলছে। দেখা যাচ্ছে, একই খাতে একই ধরনের ব্যয়ে একেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একেক নিয়ম রয়েছে। এ কারণে বৈষম্যের পাশাপাশি সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। মূলত উপযুক্ত আর্থিক নীতিমালা না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আর্থিক স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ পাচ্ছে। পাশাপাশি একেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একেক ধরনের নীতিমা অনুসরণ করায় এবং সরকারের কাছে ম বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিন্ন নীতিমালা না থাকা তদারকি বা নিয়ন্ত্রণও অসাধ্য হয়ে উঠছে। এমনি অবস্থায় ইউজিসি ২০০০ সালে অভিন্ন আর্থিক নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। তখন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মনজুর মাহমুদকে আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি প্রায় তিন বছর ১৭টি সভায় মিলিত হয়ে খসড়া প্রণয়ন করে। খসড়াটি ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে তা বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হয়েছিল।

এ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে একাধিকবার বিভিন্ন পর্যায়ে বৈঠক হয়। সর্বশেষ ৫ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সচিবের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সূত্র জানায়, ওই সভায় কমিটির সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও সভায় উপস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ নিজস্ব আর্থিক সংবিধির কথা তুলে নেতিবাচক যুক্তি উপস্থাপন করেন। তার আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে সভায় নীতিমালাটি আবার পর্যালোচনার জন্য ফেরত পাঠানো হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১১ এপ্রিল সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে ইউজিসির অর্থ ও হিসাব পরিচালক উপস্থিত হয়ে অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। পরে ১২ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভায় এ ব্যাপারে আলোচনা হয়।

সূত্র জানায়, ৫ এপ্রিলের সভায় সিদ্ধান্ত হয়— বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব আর্থিক সংবিধির সঙ্গে প্রস্তাবিত নীতিমালা কোন অংশ সাংঘর্ষিক হলে সে ক্ষেত্রে অভিন্ন নীতিমালাকেই মানতে হবে। আর পুনঃপর্যালোচনার ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রচলিত আর্থিক বিধানের বাইরে যাওয়া যাবে না। সরকারের রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় সংক্রান্ত আর্থিক বিধিবিধান নীতিমালায় প্রতিফলিত হবে। তবে নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী অধিকতর বিস্তারিত ম্যানুয়েল প্রণয়ন করতে পারবে। নীতিমালার প্রস্তাবনায় সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইন (পিপিএল), ২০০৬ ও সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত রেগুলেশন (পিপিআর) ২০০৩ অনুযায়ী পরিমার্জন করা হয়েছে।

### কি আছে আইনে

সূত্র জানায়, ৬৮ পৃষ্ঠার প্রস্তাবিত খসড়া নীতিমালায় ভূমিকা ও অগ্রকথাসহ মোট ২১টি অধ্যায় রয়েছে। এর মধ্যে ১৭টি অধ্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অর্থ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের বর্ণনার পাশাপাশি নীতি ঠিক করা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে— আর্থিক ব্যবস্থাপনার সাধারণ নীতিমালা, অর্থপ্রাপ্তি ও পরিশোধ, হিসাব পরিচালনা, পৌনঃপুনিক বাজেট, উন্নয়ন বাজেট, আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, বেতন-ভাতা, পদ সৃষ্টি ও পূরণ, গবেষণা প্রকল্প, ইন্সটিটিউটের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, মালামাল খরিদ ও হিসাব, ভ্রমণ ভাতা, অগ্রিম সমন্বয়, হিসাব সংরক্ষণ, নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, জামানত রক্ষণাবেক্ষণ, বার্ষিক হিসাব, হিসাব নিরীক্ষা। এতে সিনেট, সিন্ডিকেট, অর্থ কমিটি, উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, রেজিস্ট্রার, হিসাব পরিচালক, ডিন, হল প্রভোস্ট, প্রধান প্রকৌশলী, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বিভাগীয় প্রধান, লাইব্রেরিয়ান, প্রধান মেডিকেল অফিসার, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ, স্থায়ীরিক শিক্ষা পরিচালক, অন্যান্য অফিসার ও বিভাগের প্রধানদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এতে উপাচার্য বাজেটে অন্তর্ভুক্ত দফাগুলোর জন্য সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা এবং বাজেটবহির্ভূত বিষয়ের জন্য খরচ সর্বাধিক ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত নির্বাহী ক্ষমতাবলে অনুমোদন করতে পারবেন বলে উল্লেখ রয়েছে। তবে তিনি সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার পাওনাদির ক্ষেত্রে যে কোন অংকের টাকা অনুমোদন করতে পারবেন। প্রয়োজনে এক খাতের টাকা অন্য খাতে সাময়িকভাবে ব্যয়ের অনুমতি দিতে পারবেন। এছাড়া বাজেট বরাদ্দ থাকলে পদ শূন্যসাপেক্ষে এডহক ভিত্তিতে সর্বাধিক ৬ মাসের জন্য নিয়োগ দিতে পারবেন। উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষের স্পেশাল খরচের কোন অধিকার রাখা হয়নি।

নীতিমালার লক্ষণীয় দিক হচ্ছে— শিক্ষকদের গণহারে কনসালটেন্সি, পার্টটাইম চাকরি, লিয়েনে গমনের বিষয়ে ওভারহেড চার্জ কাটার দিকটি। এক্ষেত্রে আয়ের ১০ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিতে হবে। এ নিয়ে স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় এবং ব্যয়ের দিকটিও স্থান পেয়েছে। আইন অনুযায়ী সরকারি অর্থ পেতে বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্গানোগ্রাম (জনবল কাঠামো) এবং বাজেট সরকারের কাছে ইউজিসির মাধ্যমে পেশ করা বাধ্যতামূলক করা